গঠনতন্ত্র

CCHRB

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ-বামাসপ

(Coordinating Council for Human Rights in Bangladesh- CCHRB)

36/2, East Shewrapara, Mirpur, Dhaka-1216 BMSP

Adv Muhammed Shamsuddin
Director
BAMASOP/CCHRB

সংশোধিত গঠনতন্ত্র ১০

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ

COORDINATING COUNCIL FOR HUMAN RIGHTS IN BANGLADESH-CCHRB

১. ভূমিকা

১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ফাদার আর. ডব্লিউ টিম-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে কয়েকটি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংস্থার সমমনা ব্যক্তিদের নিয়ে "বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ" (বামাসপ) গঠিত হয়। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাস থেকে বামাসপ এক বছরের জন্য পরীক্ষামূলক কর্মসূচী শুরু করে। তবে বামাসপ গঠনের জন্য মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি যৌথ প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার জন্য মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

২ নাম

বামাসপ "বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ" যা সংক্ষেপে 'বামাসপ' নামে অভিহিত হবে। ইংরেজীতে এর নাম হবে Coordinating Council for Human Rights in Bangladesh যা সংক্ষেপে CCHRB নামে অভিহিত হবে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ-বামাসপ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যানমুলক প্রতিষ্ঠান। বামাসপ বাংলাদেশে মানবাধিকারকে এগিয়ে নেয়ার একটি সমন্বিত প্রয়াস। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্ঠা চালানো।

৩.১ বামাসপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বামাসপ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হবে নিম্নরূপঃ

ক. মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা সমূহ পর্যবেক্ষণ, তদন্ত ও বিশ্লেষণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সমাধানকল্পে সুপারিশমালা পেশ করবে। বামাসপ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবে এবং পরিস্থিতি উন্নততর করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্য্যক্রম পরিচালনার পূর্বে সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা হবে।

খ. নেটওয়ার্ক বিস্তার

'বামাসপ' দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে নিয়োজিত মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সাথে কার্য্যকরী সম্পর্ক ও সংহতি গড়ে তুলবে। সর্বোপরি 'মানবাধিকার' সম্পর্কে জনগনকে অধিকতর সচেতন করে তুলতে প্রচেষ্টা চালাবে এবং ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

গ. মানবাধিকার শিক্ষা

যেহেতু বাংলাদেশে 'মানবাধিকার' একটি ঐতিহ্যগত চিন্তা, চেতনা ও ধারণা সেহেতু 'মানবাধিকার' বিষয়ক শিক্ষা প্রদান বামাসপ-এর একটি অন্যতম লক্ষ্য।

আকরাম হোসেন চৌধুরী

পরীক্ষিত

অনুমোদিত

পক্ষের পক্ষে

৩.২ কার্যক্রম

বামাসপ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম হবে নিম্নরূপঃ-

ক. বামাসপ-এর সদস্য সংগঠন সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত "মানবাধিকার সচেতনতা ও কার্যাবলী" কে আরো সচল করে তোলা;

খ. 'মানবাধিকার' বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো;

গ. মানবাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর আলোচনা সভা/সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা;

ঘ. মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলীর উপর দেশে ও বিদেশে আয়োজিত কর্মশালা/ প্রশিক্ষণ/সেমিনারে সদস্যদের যোগদান ও অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;

ঙ. যেসব ক্ষেত্রে মানবাধিকারের চরম লংঘন ঘটে যেমন: নারী নির্যাতন, নারী পাচার, শিশু পাচার, শিশু শ্রম, গৃহকর্মী, কল-কারখানায়, ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ, কারাগার ও থানা হাজতে নির্যাতন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তদন্ত, জরিপ ও গবেষণা চালিয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন এবং তা সবার জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা। এ কার্য্যক্রমের মূল লক্ষ্য হবে কল্যাণমূলক। সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে;

চ. জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার বিষয়ক দিবস উদযাপন ও সংহতি প্রকাশ করা;

ছ. জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ দলিলসমূহ যাতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ও কার্যকর করা হয় তার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা;

জ. যথাযথ কর্তৃপক্ষ্যের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা এবং ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

ঝ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঞ. প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;

ট. যারা মানবাধিকার লংঘনের শিকার তাদেরকে আইনগত সাহায্য প্রদানের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করা;

ঠ. প্রতি দুই মাস অন্তর মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ইস্যু ভিত্তিক ফোরাম মিটিং-এর ব্যবস্থা করা;

ড. মানবাধিকার বিষয়ক প্রচার উপকরণ যেমন চার্ট, পোষ্টার, পুস্তিকা, বই, পত্র-পত্রিকা, প্রামান্য চিত্র প্রভৃতি প্রকাশ করা। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে।

ণ. ১৯৬১ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশের তফসিলে বর্ণিত কার্যক্রম সমূহ পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা।

৩.৩ কর্ম-কৌশল

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উল্লেখিত কার্যক্রম বামাসপ তার সদস্য সংগঠনগুলিকে সাথে নিয়ে বাস্তবায়ন করবে।

৪. কর্মকান্ডের এলাকা

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকায় থাকবে। বর্তমানে ঢাকা জেলা হবে এর কর্মএলাকা। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার সাথেও বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। তবে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে সম্প্রসারন করা হবে।

আকরাম হোসেন চৌধুরী
মহাসচিব

পরীক্ষিত

অনুমোদিত
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ

৫. সদস্য পদ

৫.১ সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা

বাংলাদেশে কর্মরত ও সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন মানবাধিকার, সামাজিক ও উন্নয়ন সংগঠন সমূহ যারা বামাসপ-এর গঠনতন্ত্র, ঘোষনা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুসরণ করতে আগ্রহী এবং জাতিসংঘের ঘোষিত মানবাধিকার সনদকে সম্মান করে ও মেনে চলে।

৫.২ সদস্য পদের ধরণ

বামাসপ-এর দুই ধরণের সদস্যপদ থাকবে

ক. সাধারণ সদস্য

বামাসপ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে চলতি সময় পর্যন্ত যে সকল সংগঠন সদস্যপদ লাভ করেছেন এবং ভর্তি ফিস প্রদান সহ বার্ষিক চাঁদা প্রদান করে আসছেন তারা সাধারণ সদস্য বলে বিবেচিত হবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকবে। নিয়মিত এক্ষেত্রে মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

খ. পর্যবেক্ষক সদস্য

যে সকল সংগঠন নিয়ম মাফিক পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র দাখিল করেছেন কিন্তু এখনও সাধারণ সদস্য হিসেবে গৃহীত হন নাই, তারা পর্যবেক্ষক সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। তাহাদের ভোটাধিকার থাকবেনা।

৫.৩ সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়া

ক. সাধারণ সদস্য পদ লাভের জন্য কোন সংগঠনকে বামাসপ-এর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। সদস্য পদের জন্য আবেদন পত্রে ২টি সাধারণ সদস্য সংগঠনের সুপারিশ থাকতে হবে;

খ. আবেদনকারী সংগঠন আবেদন ফরমের মূল্য, ভর্তিফি ও বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। উল্লেখিত চাঁদার পরিমাণ নির্বাহী পরিষদ নির্ধারণ করবেন;

গ. বামাসপ-এর সচিবালয় প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই, বাছাই ও তদন্ত করে কোন সংগঠনের পরপর তিনটি ফোরাম সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। উক্ত প্রতিবেদন নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন এবং নির্বাহী পরিষদ সদস্যপদ প্রদানের বিষয় সিদ্ধান্ত দেবেন;

ঘ. বামাসপ-এর সদস্য বলতে সংগঠন বুঝাবে। প্রতিনিধি বলতে নির্বাহী প্রধান অথবা তার মনোনীত ব্যক্তিকে বুঝাবে।

৫.৪ সদস্যপদ বাতিল/স্থগিতকরণ

নিম্নলিখিত কারণে বামাসপ-এর কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল/স্থগিত হবেঃ-

ক. কোন সংগঠন যদি তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করে;

খ. স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং নির্বাহী পরিষদ তা অনুমোদন করলে;

গ. পর পর দুই বছর বার্ষিক চাঁদা প্রদান না করলে;

ঘ. পর পর তিনটি সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকলে;

ঙ. সদস্য সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটলে;

আকরাম হোসেন চৌধুরী
মহাসচিব

পরীক্ষিত

অনুমোদিত

ঘ. কোন সদস্য সংগঠনের কার্যাবলী প্রভৃতি যদি বামাসপ-এর ভাবমূর্তি নষ্ট করা অথবা শৃঙ্খলা ভংগের পর্যায়ে পড়ে তাহলে নির্বাহী কমিটি ক্ষমতাবলে উক্ত সদস্য সংগঠনের সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে অথবা বাতিল করতে পারবেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় অনুমোদন করাতে হবে। তবে উক্ত সদস্য সংগঠনকে লিখিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে।

ঙ. সংস্থায় চাকুরী গ্রহণ করে বেতন ও ভাতাদি গ্রহণ করলে।

৫.৫ সদস্যপদ পুনর্বহাল

অত্র গঠনতন্ত্রের ৫.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্যপদ স্থগিত/বাতিলকৃত কোন সংগঠনের সদস্যপদ পুনর্বহালের বিষয়ে নির্বাহী পরিষদের সুপারিশ থাকলে সাধারণ পরিষদ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে সাধারণ সদস্য পদ পুনরায় প্রদান করতে পারবে।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো

সাধারণ পরিষদসহ বামাসপ-এর তিনটি সাংগঠনিক পরিষদ থাকবে। সেগুলি নিম্নরূপঃ

(১) সাধারণ পরিষদ
(২) উপদেষ্টা পরিষদ
(৩) নির্বাহী পরিষদ।

৬.১ সাধারণ পরিষদ

ক. সাধারণ পরিষদের গঠন

প্রতিটি সাধারণ সদস্য সংগঠন থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে সাধারণ পরিষদ। সাধারণ পরিষদ বামাসপ-এর সর্বোচ্চ পরিষদ। সাধারণ পরিষদ বছরে কমপক্ষে একবার সভা করবে। সাধারণ সভায় কোন সাধারণ সদস্য উপস্থিত হতে অপারগ হলে তাঁর নিজস্ব সংগঠন থেকে অন্য আর একজনকে মনোনীত করতে পারবেন। তবে ভোটাভুটির প্রশ্নে সাধারণ সভায় উপস্থিত কোন পর্যবেক্ষক সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

খ. সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

সাধারণ পরিষদ বামাসপ-এর সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সাংগঠনিক পরিষদ। বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ-এর সার্বিক উন্নয়ন, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির জন্য সাধারণ পরিষদ সচেষ্ট থাকবে। নিম্নোক্ত কার্যাবলী সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অন্তর্ভূক্তঃ-

(১) নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন করা;

(২) বিভিন্ন মেয়াদী কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা;

(৩) বাজেট ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব এবং অডিট রিপোর্ট অনুমোদনসহ কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন করা;

(৪) উপদেষ্টা পরিষদ নিয়োগ করা বা উপদেষ্টা পরিষদের নিয়োগ অনুমোদন করা।

৬.২ নির্বাহী পরিষদ

বামাসপ-এর নির্বাহী পরিষদ হবে ১৫(পনের) সদস্য বিশিষ্ট। সাধারণ পরিষদের নির্বাচনী সভায় সদস্যদের ভোটে এই ১৫(পনের) জন সদস্য দুই বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। নির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হয়ে পড়লে তা পূরণের লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে অথবা সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে কোন প্রতিনিধিকে নির্বাহী পরিষদ কো-অপ্ট করতে পারেন। তবে একই ব্যক্তি একাধারে দুই মেয়াদের বেশী নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারবেন না। নির্বাহী পরিষদের কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

আকরাম হোসেন-চৌধুরী — পরীক্ষিত

অনুমোদিত
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পক্ষে
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ

(১) সভাপতি ঃ ১ (এক) জন।

(২) সহ-সভাপতি ঃ ৫ (পাঁচ) জন।

(৩) কোষাধ্যক্ষ ঃ ১ (এক) জন।

(৪) নির্বাহী সদস্য ঃ ৮ (আট) জন।

বামাসপ-এর পরিচালক পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিষদের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। তবে সদস্য সচিবের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

৬.৩ নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

নির্বাহী পরিষদ বামাসপ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ। তবে এর সকল কার্যাবলী ও সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিম্নরূপ;

(১) নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ করা;

(২) কর্মসূচী প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া;

(৩) বাজেট প্রনয়ণ;

(৪) নির্বাহী পরিষদের সভায় অডিটফার্ম নিয়োগ করা;

(৫) পরিচালকের নিয়োগ ও বাতিল এবং পরিচালক কর্তৃক অন্যান্য কর্মচারী-কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও বাতিল অনুমোদন করবেন;

(৬) প্রয়োজন বোধে নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্যের নেতৃত্বে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে উপ-পরিষদ গঠন, উপ-পরিষদের কার্যাবলী পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা;

(৭) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সম্মেলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর মনোনয়ন দেয়া;

(৮) পরিচালকের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা;

(৯) বামাসপ-এর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবেন পরিচালক, তবে এসবের তত্ত্বাবধান করবেন নির্বাহী পরিষদ;

(১০) নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে বামাসপ-এর যে কোন চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করবেন পরিচালক;

(১১) ফোরাম সভায় গৃহীত সুপারিশ সমূহ অনুমোদন করা;

(১২) বছরে কমপক্ষে ছয়টি(৬)টি নির্বাহী পরিষদের সভা করতে হবে। প্রয়োজনে ততোধিক সভা করা যেতে পারে।

নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের পদভিত্তিক দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ

ক. সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(১) বামাসপ-এর নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে সভাপতি পরিচালককে নিয়োগ দান করবেন;

(২) সভাপতি নির্বাহী পরিষদ, সাধারণ পরিষদ ও বামাসপ-এর ফোরাম সভাসহ অন্যান্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন;

(৩) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি বা সমান সমান ভোট হলে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট(কাষ্টিং ভোট) প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন;

আকরাম হোসেন চৌধুরী

পরীক্ষিত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষের পক্ষে